বি.বাড়িয়ার বড় হুজুরের ইন্তেকাল

খ. আ. ম রশিদুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঃ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, পূর্বাঞ্চলের শতাব্দী প্রাচীন দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামীয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, শাইখুল হাদীস ও মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ নূরুল্লাহ বড় হুজুর গতকাল (সোমবার) সকাল ৮.২০ মিনিটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের শিমরাইল কান্দিস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। মুফতী মোহাম্মদ নূরুল্লাহ'র ইন্তেকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর এবং সারাদেশের ইসলামী অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে। সকালে মরহুমকে দেখার জন্য শিমরাইল কান্দিস্থ উনার বাসভবনে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন স্তরের লোকজনের ঢল নামে। তিনি স্ত্রী, ৯ পুত্র, ৩ কন্যা সন্তানসহ বহু আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। বর্ষীয়ান এ আলেমে দ্বীনের ইন্তেকালের পূর্বপর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় ৫০ বছরের অধিক সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব, জামিয়া ইসলামীয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের দায়িত্বে ছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি এলাকার বহু দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। কাদিয়ানী ও মওদূদী ফেরকাসহ বিভিন্ন অনৈসলামিক ও বাতেল ও মতবাদের বিরুদ্ধে মরহুমের কঠোর ও সক্রিয় ভূমিকা ছিল। গতকাল (সোমবার) বাদ আসর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ঈদগাহ ময়দানে বিপুল লোকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় মরহুমের জানাজা। এতে শরীক হন দেশের বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম। জানাজায় ইমামতী করেন মরহুমের বড় ছেলে হাফেজ মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ। নামাজে জানাজায় জাতীয়তাবাদী পর্যায়ের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সাবেক প্রতিমন্ত্রী মুফতী মুহাম্মদ ওয়াক্কাস, ইসলামী ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান, সাবেক এমপি মুফতী ফজলুল হক আমিনী, চট্টগ্রামের হাটহাজারী মঈনুল উলুম মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা শাহ আহমদ শফী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সামীম মোঃ আফজাল, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক একান্ত সচিব র, আ, ম, উবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী। জেলা প্রশাসক মোঃ হাইয়ূল কাইয়ূম, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান বশিররুল্লাহ। এদিকে মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ'র ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর আসনের এমপি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এডভোকেট লুৎফুল হাই সাচ্চু, সাবেক উপমন্ত্রী জেলা আওয়ামী লীগ নেতা এড. হুমায়ুন কবির, সাবেক প্রতিমন্ত্রী জেলা বিএনপির আহবায়ক এডভোকেট হারুন আল রশিদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ আরজু, সাধারণ সম্পাদক খ. আ. ম. রশিদুল ইসলাম।

বড় হুজুরের ইন্তেকালের সংবাদে মিরপুরস্থ জামিয়া আরাবিয়া খাদিমুল ইসলাম (মাদরাসা) মিলনায়তনে মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামান করে দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জামিয়ার প্রিন্সিপাল ও শাইখুল হাদিস, লালবাগ শাহী মসজিদের খতীব আল্লামা মুফতি ইমরান মাযহারী।

খ্যাতনামা ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ইসলামী আন্দোলনের বীর সিপাহসালার, হাজারো আলেম উলামার শিক্ষক অভিবাবক জামিয়া ইউনিছিয়ার প্রিন্সিপাল আল্লামা মুফতী নূরুল্লাহ ছাহেবের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং দেশের আলেম সমাজ।

পৃথক পৃথক শোক বার্তায় নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুম মুফতী নূরুল্লাহ'র ইন্তেকালে এদেশের আলেম সমাজ একজন বিশ্বস্ত অভিভাবক হারালো। ইসলামের কর্মকাণ্ডে মরহুমের কর্মময় জীবন ছিল আলেম সমাজের জন্য মাইলফলক। সংকট সময়ে ওলামায়ে কেরাম মরহুমের নিকট থেকে আলোর দিশা পেতেন।

এছাড়া শোকবার্তা দিয়েছেন কওমী মাদ্রাসা সংহতি পরিষদের চেয়ারম্যান আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ইকরার মাওলানা রুহুল আমিন সিরাজী, জমিয়ত উলামায়ে ইসলামের সভাপতি শায়খ আব্দুল মোমিন ও নির্বাহী সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সিনিয়র সহ-সভাপতি আল্লামা নূরুল ইসলাম কাশেমী, নেজামে ইসলাম পার্টির সহ-সভাপতি মাও ফজলুর রহমান, মহাসচিব মাও. হাফেজ জাকারিয়া, খেলাফত আন্দোলনের আমীর মাওলানা শাহ আহমদ উল্লাহ আশরাফ, মহাসচিব মাও, জাফরুল্লাহ খান ও যুগ্ম মহাসচিব মাও মজিবুর রহমান হামিদী।

শাহরুখ খান পাকিস্তানী জেহাদীদের চর
-বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

ইনকিলাব ডেস্ক

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) জেনারেল সেক্রেটারি প্রবীণ তোগাড়িয়া গতকাল সোমবার প্রখ্যাত বলিউড তারকা শাহরুখ খানকে পাকিস্তানী জেহাদীদের চর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগে অন্তর্ভুক্ত না করা পাকিস্তানী ক্রিকেটারদের পক্ষে কথা বলায় তিনি জনাব খানের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মিঃ তোগাড়িয়া গতকাল গৌহাটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছিলেন। তবে তিনি একথা পরিষ্কার করে বলেন যে, মুম্বাই ও মহারাষ্ট্র সব ভারতীয়র এবং প্রত্যেক ভারতীয়র অধিকার রয়েছে দেশের যে কোন স্থানে বাস করার।

পাক ক্রিকেটারদের আইপিএলে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে শাহরুখ খান বনাম বাল থ্যাকারের যে গরম বিতর্ক চলছিল, তা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শাহরুখ বলেন, আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে। সেরকম হলে বাল থ্যাকারে যদি ডাকেন, তাহলে তার বাড়ি গিয়ে আলোচনায় বসতে আমি রাজি। তবে নিজের উদ্যোগে তার বাড়িতে বৈঠক করতে যাব না। আমি সংঘাত চাই না। কিন্তু যা বলেছি, তার থেকে সরছি না। খুব হাঁকডাক করেই তারা শাসিয়েছিল, আগামী শুক্রবার মুক্তি পেতে চলা শাহরুখের নতুন ছবি 'মাই নেম ইজ খান' মুম্বাইয়ে চলতে দেওয়া হবে না। পরে একেবারে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে খোদ দলের প্রধান বাল থ্যাকারে ঘোষণা করেছেন, মুম্বাইয়ে ওই ছবির প্রদর্শনে বাধা দেওয়া হবে না। তবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিককে 'বিশ্বাসঘাতক' বলতেও ছাড়েননি তিনি। শাহরুখের বিরুদ্ধে আক্রমণে নামা শিবসেনাকেও ঐদিন কিছুটা দিশেহারা দেখা গেছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, শিবসেনা বুঝতে পারছিল এ লড়াইয়ে তারা হেরে যাবে। মুখ বাঁচাতে তাই হুমকিটা তুলে নিয়েছে তারা। নিজের ছবির প্রচারের কাজ সেরে ঘরে ফেরা শাহরুখকে আশ্বাস দিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকারও। মুখ্যমন্ত্রী অশোক চ্যাবন এদিন বলেছেন, শুধু শাহরুখ কেন, কারও কোনও ছবি নিয়েই সরকার গুণ্ডামি বরদাস্ত করবে না। যদি সেই ছবি সেন্সর বোর্ড অনুমোদন করে থাকে তাহলে সরকার নিরাপত্তা দেবে। আমি নিজে ওই ধরনের ছবি দেখতে যাব। সূত্র: পিটিআই, এএফপি ও এপি। দলীয় মুখপত্র 'সামনা'র সম্পাদকীয়তে থ্যাকারে বলেছেন, 'ইতালিয়ান মহিলা (সোনিয়া গান্ধী) এবং যুবরাজের (রাহুল বান্ধী) আশীর্বাদ নিয়ে দেশের যে কোনও প্রান্তে শাহরুখের সিনেমা মুক্তি পেতে পারে। শিবসেনা কোনও বিরোধিতা করবে না। একজন বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসের আশীর্বাদ নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে। তার জন্য শিবসেনারা কেন রক্ত ঝরাবেন বা জেলে যাবেন? অথচ কিছু দিন আগেও ছবিটা ছিল অন্যরকম। শাহরুখের বিরুদ্ধে 'পাকপ্রেমী' তকমা এঁটে তার ছবির পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে তাতে কালি লেপে দিয়েছিলো শিবসেনারা।

টঙ্গীতে শ্রমিকদের অবরোধে মহাসড়কসহ রাজধানীতে ভয়াবহ যানজট

স্টাফ রিপোর্টার

সকাল সাড়ে ৯টা। বন্ধ হয়ে গেল ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের যানবাহন। প্রথমে সড়কের একদিকে তারপর দুদিকেই সৃষ্টি হলো ভয়াবহ যানজট। হঠাৎ এ যানজটের কারণ কি? অনেক পরে জানতে পারলেন ভুক্তভোগী যাত্রীরা। বেতন-বোনাসের দাবীতে টঙ্গীতে রাস্তা অবরোধ করেছে গার্মেন্টস শ্রমিকরা।

সে কারণে সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ। ওই রাস্তা অবরোধের জের ধরে আটকে থাকা গাড়ীর দীর্ঘ সারি উত্তরা থেকে বিমানবন্দর, কুড়িল, খিলক্ষেত, বনানী, মহাখালী অন্যদিকে বারিধারা, বাড্ডা, রামপুরা, মালিবাগ হয়ে কাকরাইল পর্যন্ত ঠেকে। উত্তরার অপরদিকে গাড়ীর সারি আশুলিয়া টোল প্লাজা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অন্যদিকে, টঙ্গী থেকে যানজট গাজীপুর পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। ভয়াবহ এ যানজটকে

স্মরণকালের ভয়াবহ উল্লেখ করে ভুক্তভোগীরা বলেছেন, এমন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ট্রাফিক পুলিশের আগে থেকে প্রস্তুতি থাকা উচিত। তাহলে হাজার হাজার মানুষকে এভাবে দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা ধরে ভোগান্তি পোহাতে হতো না। অনেকে বেতন-বোনাসের দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সড়ক অবরোধের ভয়াবহ এ যানজটে স্কুলের শিক্ষার্থীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়। বিশেষ করে উত্তরা আবাসিক এলাকার প্রতিটি সেক্টরে বাস মিনিবাসসহ বিভিন্ন যানবাহন ঢুকে পরায় গোটা উত্তরার বাসিন্দাদের কষ্টের সীমা ছিল না।

গতকাল সকালে গার্মেন্টস শ্রমিকরা বেতন ভাতার দাবীতে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ করে বসে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, শ্রমিকরা যখন সড়ক অবরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল পুলিশ সে সময়ই তাদের বাধা দিলে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। কিন্তু কর্তব্যরত পুলিশ তা না করে শ্রমিকদের সুযোগ করে দেয়ায় মুহূর্তের মধ্যে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। উত্তরা এলাকায় সকাল সাড়ে ৯টার দিকে যানজট শুরু হয়। ধীরে ধীরে যানবাহনের সারি বাড়তে বাড়তে রামপুরা গিয়ে ঠেকে। এমতবস্থায় রাস্তার দু'পাশেই সৃষ্টি হয় ভয়াবহ যানজট। এক পর্যায়ে মহাসড়কের যানবাহনগুলো উত্তরার ১, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২ এবং ১৪নং সেক্টরে ঢুকে পড়ে। তাতে উত্তরা আবাসিক এলাকার ভিতরেও যানবাহন আটকে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। বেলা ১২টার পর উত্তরা আবাসিক এলাকাসহ বিমানবন্দর সড়ক একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হন। সে সময় ট্রাফিক পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় পরিস্থিতি। উত্তরার বাসিন্দারা জানান, প্রধান সড়কে এর আগেও মিটিং মিছিল বা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু যানজট এতোটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেনি। গতকালের যানজটকে তারা স্মরণকালের ভয়াবহ বলে উল্লেখ করে বলেছেন, গত ১০ বছরে এমন পরিস্থিতি কখনও হয়নি। উত্তরার ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করে একজন ভুক্তভোগী জানান, যানজটের কারণে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি পোহাতে হয় স্কুলের শিক্ষার্থীদের। দুপুরে রাস্তা যখন একেবারে বন্ধ তখনই বেশ কয়েকটি স্কুল ছুটি হয়ে যায়। ছেলে-মেয়েদের পায়ে হেঁটে অনেক কষ্টে অভিভাবকরা ঘরে ফেরেন। কেউবা স্কুলেই বসে থাকেন কখন যানজট দূর হবে সে আশায়। একজন অভিভাবক বলেন, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দুটি সড়ক দুর্ঘটনার পর অনেকেই সন্তানকে নিয়ে আর আগের মতো রাস্তা পারাপার হতে সাহস পান না। হাজার হাজার যানবাহন আটকে যাওয়ার পর তারাও ভীত হয়ে সন্তানকে নিয়ে স্কুল থেকে বের হওয়ার সাহস করেননি। বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত তারা স্কুলেই বসে ছিলেন। ট্রাফিক পুলিশের একজন কর্মকর্তা জানান, টঙ্গীতে রাস্তা অবরোধের কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় বিকল্প কোন উপায় তাদের ছিল না। একমাত্র পথ ছিল শ্রমিকদের রাস্তা থেকে তুলে দেয়া। সে কাজটি করতেও গাজীপুর পুলিশ অনেক বেশি সময় নিয়েছে। ওই কর্মকর্তা দাবি করেন বেলা দেড়টার পর থেকে যানবাহন চলাচল শুরু হলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। তবে ভয়াবহ এ যানজটের প্রভাব ছিল বিকাল ৫টার দিকেও।

জনগণের দাবী আদায়ে রাজপথ ও সংসদে ভূমিকা রাখবে বিরোধী দল

সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে খালেদা জিয়া

স্টাফ রিপোর্টার

জনগণের দাবী আদায় ও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় রাজপথে এবং সংসদে উভয়স্থানেই বিএনপি বিরোধী দলের সঠিক ভূমিকা পালন করবে বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া।

এজন্য দেশের সাংবাদিক সমাজসহ গণমাধ্যমের আন্তরিক সহযোগিতা চাইলেন তিনি। জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা বেগম জিয়া বলেন, গণতন্ত্রের আড়ালে দেশে এখন 'জরুরি সরকারের' শাসন চলছে। বিগত জরুরি অবস্থার সরকারের সময় যা হয়েছে এখনো তা-ই হচ্ছে। সরকারের এসব ফ্যাসিবাদী কর্মকাণ্ডের

বিরুদ্ধেও সাংবাদিক সমাজকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার বিগত ‘জরুরি সরকারের’ সাথে আঁতাত করে কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে। আর এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে যে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না এটা আমরা জেনেও দেশ ও জনগণের স্বার্থে নির্বাচনে গিয়েছি। এমনকি কারচুপির এ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরও নির্বাচনের রায় মেনে নিয়ে আমরা প্রথম দিনেই সংসদে গিয়েছি। কিন্তু সরকার বিরোধী দলের সাথে শুরু থেকেই বৈরী আচরণ শুরু করেছে। সব দলের বক্তব্য সরাসরি বিটিভিতে প্রচার করা হলেও বিরোধী দলের বক্তব্য সেদিন সরকারী প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হয়নি। তারপরও আমরা সংসদে যেতে চাই। প্রশ্ন হলো কোথায় যাবো? সংসদকে এখন তারাই মাছের বাজার, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করছেন। সরকারী দলের সদস্যরা সংসদের অভিভাবক স্পীকারকে বলছেন সংসদের চাকর। শুধু তা-ই নয়, সংসদে দাঁড়িয়ে অশালীন ভাষায় ব্যক্তিমানুষের চরিত্র হনন করা হচ্ছে। তারা সত্য কথা বলতে জানেনা। অসত্য কথা বলে তাকেই সত্য বলে প্রমাণিত করতে চায়। এটাই আওয়ামী লীগের চরিত্র। তিনি বর্তমান সরকারের এহেন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের জন্যে গণমাধ্যমের প্রতি আহবান জানান। গতকাল (সোমবার) রাজধানীর গুলশানস্থ হোটেল লেকশোর-এ বিকেল চারটায় দেশের সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বেগম খালেদা জিয়া একথা বলেন।

এসময় বিএনপি নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আরএ গণি, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার, এমকে আনোয়ার, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আসম হান্নান শাহ, ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, বেগম সারওয়ারী রহমান, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, দলের ভাইস চেয়ারম্যান শমসের মোবিন চৌধুরী, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) রুহুল আলম চৌধুরী ও সাবিহউদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের প্রেস সচিব মারুফ কামাল খান সোহেল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীন, দ্য ডেইলি নিউ এজ-এর সম্পাদক নূরুল কবির, বিশিষ্ট সাংবাদিক আতাউস সামাদ, ডেইলি নিউজ টুডে সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ, ডেইলি অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক আবদুল আওয়াল ঠাকুর, নিউ এজ-এর নগর সম্পাদক বদিউল আলম, সাংবাদিক মাহমুদ শফিক, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুস শহীদ, বিএফইউজের সভাপতি রুহুল আমীন গাজী, দৈনিক নয়াদিগন্তের সহকারী সম্পাদক মাসুদ মজুমদার, দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, দৈনিক প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, দৈনিক কালের কণ্ঠের সম্পাদক আবেদ খান, চ্যানেল আইর বার্তা বিভাগের প্রধান শাইখ সিরাজ, বার্তা সংস্থা এপির বার্তা সম্পাদক ফরিদ হোসেন, দৈনিক ইত্তেফাকের আল মুজাহিদী, দৈনিক আমার দেশের চিফ রিপোর্টার আবদাল আহমদ, দৈনিক ডেসটিনির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রেজাউল করিম, দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক এডভোকেট সালমা ইসলাম, বিশিষ্ট সাংবাদিক এবিএম মূসা, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সম্পাদক মাহবুবুল আলম, দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদক আবুল আসাদ প্রমুখ।

এছাড়াও বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত মাহমুদ, দৈনিক যুগান্তরের নির্বাহী সম্পাদক সাইফুল আলম, বার্তা সংস্থা বিডি নিউজের প্রধান সম্পাদক তৌফিক ইমরুজ খালেদীন, সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক গোলাম মোর্তজা, বৈশাখী টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের প্রধান মনজুরুল আহসান বুলবুল, দিগন্ত টেলিভিশনের নির্বাহী সম্পাদক একেএম হানিফ, রেডিও টুডের প্রধান বার্তা সম্পাদক মনজুরুল হক, দৈনিক আমার দেশের সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, কলামিস্ট ও সাংবাদিক মাহফুজউল্লাহ, দৈনিক সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খন্দকার মনিরুজ্জামান, এনটিভির ব্যবস্থাপনা পরিচারক এনায়েতুর রহিম বাপ্পী, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা শফিক রেহমান, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বাকের হোসেন, চ্যানেল ওয়ানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাজেদুল ইসলাম, চ্যানেল আইর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, দৈনিক মানবজমিনের

সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, দৈনিক নয়াদিগন্ত সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি শামীম আহমেদ, বার্তা সংস্থা শীর্ষনিউজের সম্পাদক একরামুল হক, দৈনিক যায়যায় দিনের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কাজী রুকন উদ্দিন, দৈনিক ইনকিলাবের বিশেষ প্রতিনিধি শাহীন রাজা প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া তার বক্তব্যে মিথ্যাকে আওয়ামী লীগের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, একুশের বইমেলায় ভাষা আন্দোলন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে মিথ্যা বক্তব্য দিয়েছেন তা জাতির জন্য লজ্জাজনক। এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তার পিতাকে সম্মানিত না করে আরো অসম্মানিত করেছেন। দেশের প্রবীণ কলামিস্ট বদরুদ্দীন উমরের লেখা থেকে আমরা সে সত্যটাও জেনেছি। ভারতের সাথে গোপন চুক্তির বিষয়ে আমি সংবাদ মাধ্যমে অবহিত হবার পর তা জাতীয় সংসদের মাধ্যমে জাতির সামনে পরিষ্কার করার জন্যে সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছিলাম। সরকার ভারতের সাথে যেসব চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে সেগুলোও আজ পর্যন্ত সংসদে উত্থাপন করেনি। কিন্তু নিয়ম অনুসারে সেগুলো জাতীয় সংসদে উত্থাপনের কথা রয়েছে। আমরা আবারও ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি ও সমঝোতার বিষয়বস্তু সংসদে উত্থাপনের দাবী জানাচ্ছি। ভারতের সঙ্গে চুক্তির পর দেশের সীমান্তে এখনো নির্বিচারে মানুষ হত্যা হচ্ছে। বিডিআরের ওপর বিএসএফের গুলি বর্ষিত হচ্ছে। দেশের সীমান্ত আজ উন্মুক্ত। অবাধে চোরাইপথে অবৈধ পণ্য আসছে। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে নীরব-নিশ্চুপ। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দেশের সেনাবাহিনীকে ধ্বংসের যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তার কোনো সুষ্ঠু তদন্ত এখনো হয়নি। বেগম খালেদা জিয়া আরো বলেন, এ সরকার চায় না বিরোধী দল সংসদে যাক। দেশব্যাপী বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। সারাদেশে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হল দখল থেকে শুরু করে খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় সবকিছুই এখন সরকারী দলের সন্ত্রাসীদের দখলে। সরকার তাদের নির্বাচনী ওয়াদা পূরণের চাইতে যাদের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতায় এসেছে তাদের ওয়াদা পূরণে ব্যস্ত। দশ টাকা কেজি চাল আর পাঁচ টাকা কেজি কাঁচামরিচ, বিনামূল্যে সার ও ঘরে ঘরে চাকরি দেয়ার কথা বলে তারা ক্ষমতায় এসেছে। আর এখন ৪০ টাকা কেজি চাল খেতে হচ্ছে। যা বিগত জরুরি সরকারের আমলের চেয়েও বেশি। অথচ আমরা যখন ক্ষমতা ছেড়ে এসেছিলাম তখন চালের কেজি ছিল ১৮ টাকা থেকে ২০ টাকা। কিন্তু এসব বিষয় সাংবাদিকরা কেন যে তুলে ধরছেন না তা আমার বোধগম্য নয়। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এককভাবে কোনো বন্ধুত্ব হয় না। আমরা শুরু থেকেই সরকারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সরকার তা গ্রহণ না করে বিরোধী দলের ওপর দেশব্যাপী জুলুম-নির্যাতনের খড়গ চালানো শুরু করেছে। এ অবস্থায় বন্ধুত্ব হতে পারে না। বেগম জিয়া সারাদেশে সাংবাদিকদের ওপর অব্যাহত অত্যাচার-নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বলেন, সাংবাদিক নির্যাতনের মাত্রা অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই তিনজন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। আরো অনেকে আহত হয়েছেন। সরকারের সব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আপনাদেরও তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। পালন করতে হবে সাহসী ভূমিকা।

এর আগে উপস্থিত সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকদের বক্তব্যে দেশব্যাপী সাংবাদিক নির্যাতন, আইন-শৃংখলার অবনতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিসহ দেশের বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। বিরোধী দলের সংসদে যাওয়ার বিষয়েও তারা গুরুত্বারোপ করেন।

এর মধ্যে দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র রক্ষায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মত দু'টি বড় দলের ভূমিকাই মুখ্য। দেশের জনগণ মনে করে বিএনপির মত একটি বৃহৎ দল অন্যের এজেন্ডা বাস্তবায়ন না করে, অন্যদের ওপর ভর না করে নিজের মত করে চলুক। এতে দলের এবং দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। 'ওয়ান-ইলেভেন'-এর ষড়যন্ত্রকারীরা এই হলের ভেতরে দলের ভেতরে এবং টেলিভিশনের ভেতরে এখনো বিরাজমান। ষড়যন্ত্রকারীরা দু'নেত্রী ও তাদের পরিবারের ওপরই সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছিল। এ অবস্থায় দেশের গণতন্ত্র সুসংহত করার জন্য দু'নেত্রীকে আরো আন্তরিক হওয়া উচিত। তাদের মধ্যে যে দূরত্ব তা দূর করে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। দু'নেত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যদি সুন্দর হয় তাহলে দেশের

গণতন্ত্র আরো সুসংহত হবে বলে আমরা মনে করি। দল ভাল থাকলে আমরাও ভাল থাকবো।

শপথ গ্রহণ

আইনের শাসন ছাড়া গণতন্ত্র টিকতে পারে না –প্রধান বিচারপতি

স্টাফ রিপোর্টার

দেশের ১৮তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম। প্রেসিডেন্ট মো. জিল্লুর রহমান গতকাল (সোমবার) সকাল ১১টায় বঙ্গভবনের দরবার হলে তাকে শপথবাক্য পাঠ করান। প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেয়ার পর সুপ্রিম কোর্টে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আইনের শাসন ছাড়া গণতন্ত্র টিকতে পারে না।

এছাড়া তিনি দুস্থদের বিনামূল্যে আইনী সহায়তা দিতে আইনজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীসহ মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্য, বিদায়ী প্রধান বিচারপতি মো. তাফাজ্জাল ইসলাম ছাড়াও সাবেক পাঁচ প্রধান বিচারপতি এবং সামরিক-বেসামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শপথ গ্রহণের পর বঙ্গভবন থেকে প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম সুপ্রিম কোর্টে আসলে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি তাকে সংবর্ধনা জানায়। আপিল বিভাগের এক নম্বর এজলাসে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতি, এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও সমিতির সভাপতি এএফএম মেজবাউদ্দিন আহমেদসহ অন্যান্য আইনজীবী ও সরকারী আইন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান বিচারপতি তার খাস কামরায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, সাংবাদিকতা সৎ ও মহৎ পেশা। তাই বিচার বিভাগ ও জনগণের প্রত্যাশা– সাংবাদিকরা গঠনমূলক কাজে ভূমিকা রাখবেন। কোন বিচারাধীন মামলার বিষয়ে খবর প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, এমন খবর প্রকাশ করা হলে বিচারপতি ও বিচার প্রার্থীদের অসুবিধা হয়। তিনি বলেন, আমাদের অনেক প্রত্যাশা থাকলেও 'নুন আনতে পানতা ফুরায়' অবস্থা। বিচার বিভাগ ২ বছর ২ মাস হলো স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু এখনো বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। নানান চরাই-উৎড়াই পাড়ি দিয়ে বিচার বিভাগ বর্তমান অনস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা এই স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি। আমিও এক জন মুক্তিযোদ্ধা। এই ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব সকলের। দেশ ও জাতির উন্নতির লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি আরো বলেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হলে বিচার বিভাগের ওপর মানুষের আস্থা বাড়বে। প্রতি মাসে অন্তত একজন দুস্থ অসহায় মানুষের মামলা বিনা পারিশ্রমিকে পরিচালনার জন্য আইনজীবীদের অনুরোধ জানান তিনি।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি ও তার পারিবারিক ঐতিহ্য বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিচারপতিরা শপথ নেন সংবিধানের অধীনে আর প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ। তাই সাংবিধানিক পদে যারাই অধিষ্ঠিত হবেন, তাদের দায়বদ্ধতা থাকবে জনগণের কাছে। সাংবিধানিক পদাধিকারীর বিশেষ কিছু তথ্য জানার অধিকার জনগণের রয়েছে। তাই স্বচ্ছতার জন্য বিচারপতিদের সম্পদের বিবরণ দেয়া উচিত বলে তার মন্তব্যকে আমি সাধুবাদ জানাই। বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও উন্নতিতে প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম সফল হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ এফ এম মেসবাহউদ্দিন বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে আইনজীবী সমিতির

সদস্যদের সুবিধার জন্য নতুন বার ভবন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিল। এজন্য ২০ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করেছে। এই টাকা অনাপত্তি দিতে নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতিকে ব্যবস্থা নিতে হবে বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, দেশের ১৮তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে গত ৪ ফেব্রুয়ারী বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিমকে নিয়োগ দেয়া হয়। চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি অবসর গ্রহণ করবেন।

জোট রাজনীতি চাঙ্গার উদ্যোগ নিচ্ছে আওয়ামী লীগ

স্টাফ রিপোর্টার

ঢিলে-ঢালা জোটবদ্ধ রাজনীতিকে মজবুত করার উদ্যোগ নিয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। তারা প্রায় বিলুপ্ত ১৪ দলীয় জোটকে আবার চাঙ্গা করার চেষ্টা করছেন। জানা গেছে, বিরোধী দলকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলার কৌশল হিসেবে আওয়ামী লীগ আবার তাদের শরিকদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চাচ্ছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে শরিকদের সাথে আজ বৈঠক করবে আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর ধানমন্ডিস্থ কার্যালয়ে বিকাল ৪টায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। নবনিযুক্ত ১৪ দলের সমন্বয়ক ও সংসদ উপনেতা আওয়ামী লীগের প্রবীণ প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। সূত্র জানায়, এক সাথে আন্দোলন, নির্বাচন ও সরকার গঠনের অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে বিএনপি-জামায়াত জোট বিরোধী ১৪ দলীয় জোট গঠিত হয়েছিল।

তারা এক সাথে আন্দোলন ও নির্বাচন করে। তবে সরকার গঠনে ১৪ দলীয় জোটকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি বলে ১৪ দলের বাম নেতারা মনে করেন। ১৪ দলের মধ্যে সবচে দুর্বল দলের থেকে মাত্র এক নেতাকে মহাজোট সরকারের মন্ত্রী করা হয়েছে। ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদ থেকে মন্ত্রী করার প্রস্তাব করা হলেও তা এখনো করা হয়নি। তবে ওই দু'টি দলের শীর্ষ দুই নেতাকে মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত দু'টি সংসদীয় কমিটির সভাপতি করা হয়েছে। এরপরও ১৪ দলে ক্ষোভ রয়ে গেছে।

সূত্র আরো জানায়, আজকের সভায় ঢাকার মেয়র নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ ১৪ দলীয় জোটকে আবার চাঙ্গা করার প্রস্তাব দেবে। পাশাপাশি তারা প্রতিপক্ষ চার দলীয় জোটকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার উপর গুরুত্বারোপ করবে। ১৪ দলের শরিকরা সরকারের ন্যায্য অংশীদারিত্ব দাবী করতে পারে। পাশপাশি তারা ক্ষমতাসীন দলের কয়েকটি সহযোগী সংগঠনের টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে।

মায়াকে ফুলেল শুভেচ্ছা

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়ায় সংগঠনের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ফয়েজ উদ্দিন মিয়া, শেখ বজলুর রহমান, মুকুল চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হোসেন, জাহানারা বেগম এমপি, আসলামূল হক আসলাম এমপি।

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ভাষা শহীদ ভাষা নৈনিক লও সালাম

শাহজাহান শুভ

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ধর্মঘট পালনের পর পরই কায়েদে আযম ঢাকায় আগমন করেন। ইতিহাস বলে, আন্দোলনের গতি দেখে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ভাষা সংগ্রামীদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এই চুক্তির পর গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তি দেয়া হয় এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। এর ফলে আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়।

এর পরপরই ১৯ মার্চ কায়েদে আযম ঢাকা আসেন এবং ২১ মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় ভাষণ দেন। তার ভাষণে তিনি বাংলাকে পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা করার বিষয়টি এ অঞ্চলের লোকের ওপর ছেড়ে দিয়ে উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা দেন। তার এই ঘোষণায় স্তিমিত আনোদলন নতুন করে গতি লাভ করে এবং ভাষা আন্দোলনের একটি টার্নিং পয়েন্টে পরিণত হয়। অনুষ্ঠানস্থলেই প্রবল আপত্তি ওঠে।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস থেকে বিষয়টি জানা যায় এবং ভাষা সংগ্রামীরা বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি 'উর্দু এন্ড উর্দু উড বি স্টেট ল্যাংগুয়েজ অফ পাকিস্তান' বলার সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা ও ভাষা সংগ্রামীরা 'নো' 'নো' ধ্বনি দিয়ে প্রতিবাদ জানান।

তমদ্দুন মজলিসসহ বিভিন্ন সংগঠন এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে এবং ভাষা প্রশ্নে ক্ষোভ আবার ধূমায়িত হতে শুরু করে। খাজা নাজিম উদ্দিন চুক্তি করে বাস্তবায়ন না করায় এবং কায়েদে আযমের এ উক্তিতে সাধারণ জনগণ ক্ষুব্ধ হয়। তারই প্রতিবাদ জানাতে এবং প্রাণের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সংগ্রামে এরপর আন্দোলন বেগবান হয় এবং এরই পথ ধরে আসে ১৯৫২ সালের ভাষা সংগ্রামের সেই উত্তাল দিনগুলো।

প্রতিদিনই বিক্রি বাড়ছে

ফারুক হোসাইন

বইমেলার বই বিক্রি দিন দিন বাড়ছে। প্রথম সপ্তাহের বিক্রিতে খুশি লেখক-প্রকাশক ও মেলা আয়োজক। মেলার প্রথম সপ্তাহে বিগত তিন বছরের তুলনায় বিক্রি কম হলেও প্রতিদিনই বিক্রি বাড়ায় সবাই আশাবাদী। মেলার দিন যতই গড়াবে ততই বিক্রি বাড়বে বলে প্রত্যাশা করছেন তারা। বিগত সকল বছরের তুলনায় এবার বই বিক্রিতে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা করছেন মেলা আয়োজক কমিটি। নতুন নতুন বইয়ে প্রতিদিনই সমৃদ্ধ হচ্ছে বইমেলা। মেলার ৮দিনেই ১৭৯টি উপন্যাস, ১০০টি গল্প, ১৭৫টি কবিতা, ৫টি প্রবন্ধসহ মোট ৮৯২টি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে। বইমেলায় বই প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রে এবার রেকর্ড পরিমাণ বই প্রকাশ হয়েছে। তবে বই প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে দর্শনার্থীদের আগমনও বাড়ছে প্রতিদিনই। দর্শনার্থী অনেক হলেও বই সবাই কিনছেন না। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে বেশিরভাগ ক্রেতা হলেন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা বলে জানালেন বিদ্যাপ্রকাশের প্রকাশক আব্দুস সালাম। তিনি বলেন, এবারের বইমেলায় এখন পর্যন্ত যারা আসছেন এবং বই কিনছেন তাদের মধ্যে তরুণরাই বেশি কিনছেন।

অনুপম প্রকাশনীর মালিক মিলন নাথ বলেন, বিক্রি বেশ ভাল হচ্ছে। এটা যদি বইমেলার শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে তাহলে খুবই ভাল হবে। লেখক মুহিত কামাল বলেন, পাঠক বাড়ছে, লেখাও বাড়ছে, মানুষ এখন বইয়ের মধ্যে বিনোদন খুঁজে পাচ্ছে। এটা খুবই একটা ভাল দিক। তবে সবাইকে মানসম্পন্ন বইয়ের প্রতি

ভালবাসা গড়ে তুলতে তিনি পাঠকদের প্রতি আহবান জানান।

বংশীবাদক নবাব

বইমেলায় এখন পর্যন্ত যারা এসেছেন তাদের নজর অবশ্যই এড়িয়ে যেতে পারেনি। যারা আসবেন তাদেরও নিশ্চয় দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পোশাকে এক বংশীবাদক। তিনি প্রতিদিন মেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মেলাপ্রাঙ্গণ ঘুরে ঘুরে সবাইকে বাঁশির সুর শুনিয়ে থাকেন। প্রায় সময় দর্শনার্থীরা তার চারপাশে ভিড় জমিয়ে তাদের নানা কৌতূহলী প্রশ্ন করে থাকেন। তার এরকম অদ্ভুত পোশাকে মেলায় আগমন সম্পর্কে জানতে চাইলে বংশীবাদক আলাউদ্দিন খাঁ জানালেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রতি ভালবাসা থেকেই তিনি এসব করছেন। নবাব যেন সবার মনে স্থান করে নেন এটাই তার চাওয়া। তিনি জানান, বাঁশি বাজিয়ে সবাইকে মজা দিয়ে থাকেন এর বিনিময়ে তিনি কোন টাকা নেন না।

নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

গতকাল মেলার ৮ম দিনে ২৮টি নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। বাংলা একাডেমীর নজরুল মঞ্চে এসব বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট লেখক ও চিন্তাবিদরা। যেসব বই মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে শামীম চৌধুরীর লেখা 'দুয়ার খোলার ধ্বনি' আমির প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন কে জি মোস্তফা, আজব প্রকাশনী এনেছে গায়ক তপুর লেখা 'একটা গোপন কথা' এবং জয় শাহরিয়ারের 'ভুলে যাওয়ার গান', পালক পাবলিশার্স প্রকাশ করেছে জাহাঙ্গীর আলমের 'কৃষি ও কৃষক' বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন শামশুজ্জামান খান, বিজয় প্রকাশ এনেছে আবু সেলিমের লেখা ছোটদের গল্প 'পটল মামার টিউশনি' বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন কেজি মোস্তফা, অমর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ইকরামুল হক আহসানের লেখা 'ইরা একটি অদ্ভুত মেয়ে' মোড়ক উন্মোচন করেন শামীম চৌধুরী এলিস, উৎস প্রকাশ এনেছে চাঁদসুলতানা মাহবুব লেখা 'যুগান্তর' ও 'পথ যেখানে থেমে যায়' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন সালমা নাসির ডলি, শিখা প্রকাশনী প্রকাশিত শাহদাত সোহাগের লেখা 'কানামামা মন্টু' বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন ড. আনিসুজ্জামান ও ড. সৈয়দ মোঃ শাহেদ।

নতুন প্রকাশিত বই

গতকাল মেলায় ২১টি উপন্যাস, ১২টি গল্প, ২৪টি কবিতা, ৫টি প্রবন্ধসহ মোট ১০১টি বই প্রকাশিত হয়েছে। সূচীপত্র এনেছে আব্দুল মান্নান সৈয়দের উপন্যাস 'ইছামতীর এপার ওপার', শ্রাবণ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত অজয় দাশগুপ্ত ও রোবায়েত ফেরদৌসের সাংবাদিকতা বিষয়ক 'ব্যবসায় সাংবাদিকতা', প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের লেখা 'চোখের পানি ছড়া' প্রকাশ করেছে মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদ।

আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গতকাল বাংলা একাডেমীর মূল মঞ্চে ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস কথা ॥ ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ 'ভাষা-শহীদ আব্দুল জব্বার' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আখতার হুসেন। আলোচনায় অংশ নেন প্রফেসর আশরাফউজ্জামান সেলিম ও ফরিদ আহমদ দুলাল। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি কামাল চৌধুরী। অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ইসলামী রাজনীতি বন্ধ হলে জেহাদের জন্য জনগণ প্রস্তুত

–ইসলামী আন্দোলনের গোলটেবিলে নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার

ইসলামী আন্দোলনের গোলটেবিল বৈঠকে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বক্তাগণ বলেছেন, ’৭২-এর সংবিধানে ইসলামী রাজনীতি ধর্মীয় সংগঠন ও তাদের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা আছে। ৫ম সংশোধনী বাতিল হওয়ায় ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন কেবল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি। তারা বলেন, ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ হলেও জেহাদের রাস্তা বন্ধ হয় না। এখন দরকার ইসলামী নেতৃবৃন্দের ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী। ইসলামী জনতা জেহাদে অংশ নিতে উদগ্রীব হয়ে আছে। তারা বলেন, সরকার যদি ইসলামী রাজনীতি বন্ধের ঘোষণা দেয়, তাহলে সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে।

গতকাল (সোমবার) সকাল ১১টায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে ৫৫/বি, পুরানা পল্টনস্থ নোয়াখালী টাওয়ারের তৃতীয় তলায় ‘সংবিধান সংশোধনী বাতিলের মাধ্যমে ইসলামী রাজনীতি বন্ধের পাঁয়তারা : আমাদের করণীয়’ শীর্ষক জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও সুধীজনের সাথে গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতির বক্তব্য রাখেন পীর ছাহেব চরমোনাই। বৈঠকে আরো বক্তব্য রাখেন, জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান, এনপিপি’র আহ্বায়ক শেখ শওকত হোসেন নিলু, ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য মাওলানা নূরুল হুদা ফয়েজী, মহাসচিব হাফেজ মাওলানা ইউনুছ আহমাদ, যুগ্ম মহাসচিব হাফেজ অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, কেন্দ্রীয় নেতা ও ঢাকা মহানগর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা এ টি এম হেমায়েত উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সৈয়দ বেলায়েত হোসেন, দৈনিক ইনকিলাবের সহযোগী সম্পাদক মোবায়েদুর রহমান, ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা নেজামউদ্দীন প্রমুখ।

পীর ছাহেব বলেন, সরকার কর্তৃক দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে ব্যবহার করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সুপ্রিম কোর্টের এফিলেট ডিভিশনে দায়ের করা আপিল মামলা প্রত্যাহার, ইসলামী রাজনীতি বন্ধ করতে চাইলে ক্ষমতাসীনদের পতন অনিবার্য।

মোবায়েদুর রহমান বলেন, ’৭২-এর সংবিধানে ইসলামী রাজনীতি ধর্মীয় সংগঠন ও তাদের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা আছে। ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন কেবল ঘোষণা বাকী। তিনি বলেন, মুসলমানদের সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিলেও জেহাদের রাস্তা বন্ধ হয় না। তাই এখন দরকার ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী। ইসলামী জনতা জেহাদে শরিক হতে উদগ্রীব হয়ে আছে।

শফিউল আলম প্রধান বলেন, দেশে ইসলামী রাজনীতি বন্ধের ষড়যন্ত্র চলছে। অপরদিকে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্নের পথে। এমতাবস্থায় ইসলাম ও দেশপ্রেমিক ঈমানদার জনতাকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া বিকল্প পথ খোলা নেই।

১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা তদন্তে নতুন গতি

সাবেক এনএসআই প্রধান রেজ্জাকুল তৃতীয় দফায় ৩ দিনের রিমান্ডে

রফিকুল ইসলাম সেলিম

আলোচিত ১০ ট্রাক অস্ত্র চালান আটক মামলায় জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল অব. রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরীকে ফের তিন দিনের রিমান্ডে নিয়েছে

সিআইডি। আসামীর উপস্থিতিতে শুনানি শেষে গতকাল সোমবার মহানগর হাকিম আজিজুল হক এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা-আইও সিআইডি চট্টগ্রাম জোনের সহকারী পুলিশ সুপার মো: মনিরুজ্জামান গত সপ্তাহে তাকে ৭ দিনের রিমান্ডে আনার আবেদন করেন। রিমান্ড শুনানিতে অংশ নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষে মহানগর পিপি অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিন আহমদ আদালতকে জানান, আলোচিত ওই মামলার প্রধান আসামী হাফিজুর রহমান শনিবার আদালতে দ্বিতীয় দফায় দীর্ঘ জবানবন্দি দিয়েছে। তাতে অস্ত্র চালানটি আমদানী ও খালাসের সাথে ডিজিএফআই ও এনএসআইয়ের সেই সময়কার কর্মকর্তার জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। এসব বিষয়ে তার বক্তব্য জানা জরুরী। বিগত ২০০৪ সালের ১ এপ্রিল রাতে চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লি: (সিইউএফএল) জেটি ঘাটে অস্ত্র চালানটি খালাসকালে ধরা পড়ে। তখন রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী ছিলেন সেনা গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআইয়ের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স (সিআই)'র পরিচালক।

মহানগর পিপি আরো বলেন, গত বছরের মে মাসে সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করার পর রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও তিনি মুখ খুলেননি। এর ফলে চাঞ্চল্যকর, গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর এ মামলার তদন্ত বিলম্বিত হচ্ছে। মামলার সঠিক তদন্তের স্বার্থে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড জরুরী বলে উল্লেখ করেন তিনি। পিপি বলেন, এই ঘটনায় জড়িত থাকার ব্যাপারে তার সম্পর্কে অন্য আসামীরা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে যেসব তথ্য দিয়েছেন তা যাচাই করাও জরুরী।

পক্ষান্তরে রেজ্জাকুল হায়দারের আইনজীবী অ্যাডভোকেট তারিক আহমদ জামিন আবেদনের বিরোধিতা করে বলেন, সাবেক এই সেনা কর্মকর্তা কোনভাবেই অস্ত্র চালান আমদানীর সাথে জড়িত ছিলেন না। অন্যায়ভাবে তাকে গ্রেফতার করে বার বার রিমান্ডে নেয়া হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত কোন আসামী তার ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট তথ্য দিয়ে জবানবন্দি দেয়নি। তিনি তাকে অসুস্থ দাবী করে রিমান্ড আবেদনের বিরোধিতা করেন। আদালত উভয়পক্ষের শুনানি শেষে তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এদিকে মামলার আইও জানান, রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরীকে যে কোন সময় ঢাকায় সিআইডি সদর দপ্তরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হবে। তিনি জানান, এর আগে অস্ত্র চালান আটকের ঘটনায় দায়েরকৃত অস্ত্র মামলায় তাকে রিমান্ডে নেয়া হয়। এবার একই ঘটনায় দায়েরকৃত চোরাচালান মামলায় রিমান্ডে নেয়া হল।

এই মামলায় গ্রেফতার এনএসআইয়ের সাবেক পরিচালক (নিরাপত্তা) উইং কমান্ডার অব. সাহাবউদ্দিন আহমদের দেয়া স্বীকারোক্তিমূলক জাবনবন্দির ভিত্তিতে গত বছরের মে মাসে রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী ও এনএসআইয়ের অপর সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অব. মোহাম্মদ আবদুর রহিমকে তাদের রাজধানীর বাসা থেকে গ্রেফতার করে সিআইডি। তখন রেজ্জাকুল হায়দারকে দুই দফায় রিমান্ডে নিয়ে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় টিএফআই সেলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তবে তখন তিনি এই ঘটনায় জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেন। তার আইনজীবীরা বলছেন, উইং কমান্ডার সাহাবউদ্দিন তার জবানবন্দিতে বলেছেন অস্ত্র চালানটি ধরা পড়ার পর তিনি অসুস্থ হয়ে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি হন। তখন তাকে দেখতে মহাপরিচালক আবদুর রহিম সেখানে যান। তখন হাসপাতালে তিনি রেজ্জাকুল হায়দারকেও দেখতে পান। এমন তথ্যের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

অস্ত্র চালানটি ধরা পড়ার পর সাবেক সেই সময়কার স্বরাষ্ট্র সচিব মুহাম্মদ ওমর ফারুকের নেতৃত্বে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের সরকারী তদন্ত কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী। অন্যদিকে সিআইডি কর্মকর্তারা জানান, হাফিজুর রহমানের দ্বিতীয় দফায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে আলোচিত এ মামলার অধিকতর তদন্তে ফের গতির সঞ্চার হয়েছে। তার জবানবন্দির সূত্র ধরে এখন তদন্ত এগিয়ে যাবে। আরো যাদের এই ঘটনায় জড়িত থাকার বিষয়ে নাম প্রকাশ পেয়েছে তাদেরও গ্রেফতার করা হবে।

সয়াবিন ফুসফুস ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস করে

ইনকিলাব ডেস্ক

সয়াবিন বেশি খেলে এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকলে ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমতে পারে। জাপানি একদল গবেষকের গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। সয়াবিনের আইসোফ্লেবনস খাদ্যগুণ হরমোনে অ্যাস্ট্রোজেনের মতো কাজ করে। সেই সঙ্গে বুক ও প্রোস্টেটের হরমোন সংশ্লিষ্ট ক্যান্সার বিরোধী উপাদানও সয়াবিনে থাকতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকরা। 'আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন'এ গবেষকরা একথা লিখেছেন। টোকিওর ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টারের ডা. তাইচি শিমাজু ও তার সহকর্মীরা ৪৫ থেকে ৭৪ বছর বয়সী ৩৬ হাজারের বেশি জাপানি নারী ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আগেই তাদেরকে নিয়ে গবেষণা করেন। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত খাদ্যগ্রহণ, ধূমপানের অবস্থা, স্বাস্থ্যগত ইতিহাস এবং জীবন-যাপনের অন্য বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে গবেষকরা ঐ নারীদের প্রায় ১১ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করেন। এক্ষেত্রে ফুসফুস ক্যান্সারের সংক্রমণ সার্বিকভাবেই কম ছিল। পুরুষদের মাত্র ৪শ' ৮১ জন। অর্থাৎ প্রতি ৭৫ জনে একজন। অন্যদিকে নারীদের মধ্যে ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৭৮ জন। অর্থাৎ প্রতি ২২৫ জনে ১ জন। এর মধ্যে ১৩ হাজার পুরুষ যারা কখনই ধূমপান করেননি, কিন্তু কম সোয়াবিন খেতেন তাদের মধ্যে ২২ জন ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। আর যারা বেশি সয়াবিন খেতেন তাদের মধ্যে মাত্র ১৩ জন ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। শিমাজু জানান, খাদ্য থেকে পুরুষদের সয়াবিন গ্রহণের হারের তারতম্য বেশি। দিনে ৩৪ থেকে ১শ' ৬২ গ্রাম। সূত্র: রয়টার্স।

মহাশূন্যে পাড়ি জমালো এনডেভার

ইনকিলাব ডেস্ক

নাসার মহাশূন্য যান এনডেভার গতকাল (সোমবার) মহাশূন্যে যাত্রা করেছে। বিক্ষিপ্ত মেঘের কারণে রোববার এনডেভারের যাত্রা পিছিয়ে যায়। সোমবার স্থানীয় সময় ভোর ৫টা ১৪ মিনিটে ফ্লোরিডর কেপ কেনেডি মহাশূন্য কেন্দ্র থেকে এনডেভার মহাশূন্যে যাত্রা করেছে। ১৩ দিনের নানা প্রস্তুতির পর যাত্রা করল এনডেভার। এ মহাশূন্যযানে দু'টি কক্ষ রয়েছে। একটি কক্ষের নাম প্রশান্ত। অন্যটি থেকে নভোচারীরা সপ্তপাশ দেখতে পাবেন। এনডেভারের নভোচারীদের মধ্যে আছেন ৫ জন পুরুষ ও একজন নারী। তারা মহাশূন্যের ৩টি স্থানে পদচারণার পরিকল্পনা করছেন। আবহাওয়া নিরাপদ, একথা নিশ্চিত হবার পর কর্মীরা উঠেপড়ে লাগেন মহাকাশযানের বাইরের ট্যাঙ্কটিতে জ্বালানি ভরতে। শনিবার সন্ধ্যায় তারা আধা ঘণ্টা ধরে তারা জ্বালানি ভরেন এনডেভারে। চলতি বছরের শেষ থেকে মার্কিন অভিযান অবসরে যাওয়ার আগে আন্তর্জাতিক মহাশূন্য যান কেন্দ্র থেকে ১৬ জাতির মহাকাশ অভিযানের এ প্রকল্পটিতে এ পর্যন্ত ৫টি অভিযান শেষ করতে ১০০ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বাজেট ঘাটতি কমাতে মহাশূন্যে মহাকাশ যান পাঠানোর পরবর্তী প্রকল্পগুলো বাতিলের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে চাঁদে আবার মানুষ পাঠানোর প্রকল্পটিও রয়েছে। সূত্র: রয়টার্স।

জোড়া শিশু মনি মুক্তাকে আলাদা করার অপারেশন সফল

স্টাফ রিপোর্টার

অবশেষে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার শতগ্রাম ইউনিয়নের পালপাড়া গ্রামের দেহের সঙ্গে জোড়া

লাগা দুই বোন মনি ও মুক্তাকে সফলভাবে গতকাল আলাদা করা হয়েছে। শিশু হাসপাতালের পরিচালক ও শিশু সার্জারি বিভাগের প্রধান ডা. এআর খানের নেতৃত্বে একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দীর্ঘ ২ ঘণ্টা ২০ মিনিটে তাদেরকে আলাদা করেন। বর্তমানে তারা সুস্থ অবস্থায় ঢাকা শিশু হাসপাতালের আইসিইউতে আছে।

হাসপাতালের পরিচালক এআর খান জানান, সকাল সাড়ে ৯টায় তাদের অপারেশন থিয়েটারে নেয়া হয়। দুইজনকে আলাদা করে দুপুর সাড়ে ১২টার সময় আইসিইউতে আনা হয়। লিভার ও বুকে জোড়া লাগানো হাড় থেকে মনি ও মুক্তাকে আলাদা করা হয়েছে। এটা আমাদের বড় ধরনের সাফল্য। মনি ও মুক্তাকে ৪৮ ঘণ্টা আইসিইউতে রাখার পর হাসপাতালের তৃতীয় তলার ৬নং ওয়ার্ডে রাখা হবে। মনি ও মুক্তাকে সুস্থ অবস্থায় দেখে তাদের কৃষক পিতা জয় প্রকাশ পাল (৪০), মা কৃষ্ণা রানী পাল (৩২), নানা দেবেন্দ্র নাথ পাল ও নানী নিয়তী রানী পাল খুশিতে আত্মহারা হয় উঠেন। তাদের আশা মনি ও মুক্তা সুস্থভাবে বেড়ে উঠে সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত হবেন। মনি ও মুক্তার পিতা জয়প্রকাশ জানান, আজ (গতকাল) থেকে ৫ মাস ১৭ দিন পূর্বে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ল্যাম্ব হাসপাতালে জোড়া লাগানো অবস্থায় মনি মুক্তার জন্ম হয়। চিকিৎসকরা অপারেশনের মাধ্যমে মনি ও মুক্তাকে আলাদা করা সম্ভব বলে জানান। কিন্তু অভাবের সংসারে অপারেশনের এই বিশাল খরচের টাকা জোগানো সম্ভব ছিল না। এসময় তাদের গ্রামে অবস্থানরত এক্সিম ব্যাংকের অফিসার সামি তামাল শিশু হাসপাতালের পরিচালকের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

পঞ্চম সংশোধনী

সর্বোচ্চ আদালতের রায় আমাদের সকলকে মেনে নিতে হবে–ব্যারিস্টার মওদুদ

স্টাফ রিপোর্টার

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর উপর দেয়া দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় আমাদের সকলকে মেনে নিতে হবে। রোববার তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার বক্তব্যের অভিযোগ এনে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভায় কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গতকাল তিনি এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচারবিভাগের মান-মর্যাদা ও মানবাধিকার রক্ষা করার জন্য আমি আজীবন কাজ করে গেছি। আমি এমন কোন বক্তব্য রাখিনি যার ফলে সুপ্রিম কোর্টের কোন মান-মর্যাদা বা ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারী সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভায় গৃহীত প্রস্তাবে তার সম্পর্কে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তা সঠিক নয় বলে তিনি বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

উন্নত জাতের গবাদিপশু উৎপাদন সম্প্রসারণ ব্যাহত

দক্ষিণাঞ্চলে কৃত্রিম প্রজনন চলছে না চলার মতোই

নাছিম উল আলম

দুধ ও গোশতের ব্যাপক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে উন্নত জাতের গবাদিপশু উৎপাদন নিশ্চিতকরণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম আরো জোরদার করার বিকল্প না থাকলেও সেক্ষেত্রে অগ্রগতি এখনো খুবই

সীমিত। এমনকি ভয়াল সিডর ও আইলার মত ভয়াল বিপর্যয়ের পরও দক্ষিণাঞ্চলের পশুসম্পদ খাতের পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণে ন্যূনতম কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়নি। এখনো বছরে মাত্র ৫০-৬০ হাজার গাভীর কৃত্রিম প্রজননের লক্ষ্য নিয়ে বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার ৪০টি উপজেলায় ১০৬টি পয়েন্টে কাজ চলছে জোড়াতালি দিয়ে। বিভাগের প্রায় সাড়ে ৩শ ইউনিয়নে গাভীর কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র বা পয়েন্ট স্থাপন করাই সম্ভব হয়নি। ফলে গোটা দক্ষিণাঞ্চলে উন্নতজাতের ও মানের গাভী উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম এখনো চরম সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়েই চলছে না চলার মত করেই। তবে এক্ষেত্রে সরকারী ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে সম্প্রতি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগের মাধ্যমে এ কার্যক্রমকে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে দেশব্যাপী ১ হাজার স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তাও সম্পন্ন করতে অন্তত তিন বছর লেগে যেতে পারে। প্রতি ব্যাচে মাত্র ৩০ জন করে ৩ মাসের প্রশিক্ষণ প্রদানের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা শেষ করতে এসময় লেগে যাবে। এ কার্যক্রমকে আরো দ্রুত জনগণের কাছে নিয়ে যেতে হলে প্রতিটি বিভাগে একটি করে কৃত্রিম প্রজনন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালুর কোন বিকল্প নেই বলে মনে করছেন পশুসম্পদ বিশেষজ্ঞরা।

এমনকি বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার মধ্যে এখনো শুধুমাত্র বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা সদরেই দুটি কেন্দ্র চালু রয়েছে। জরাজীর্ণ এসব কেন্দ্রগুলোর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন জরুরী হলেও সে লক্ষ্যেও অগ্রগতি কম। এখনো এ বিভাগের ৪০টি উপজেলা পর্যায়ের বাইরে মাত্র ৬৬টি পয়েন্ট থেকে গাভীর কৃত্রিম প্রজননের লক্ষ্যে গভীর হিমায়িত সিমেন সরবরাহ করা হচ্ছে। তবে নাইট্রোজেন গ্যাসের অভাবসহ মা গাভীর শারীরিক অক্ষমতা ও অসুস্থতার কারণে এখনো দক্ষিণাঞ্চলে কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর ৫০-৬০%-এর বেশী বাচ্চা প্রসব করছে না। অপরদিকে গৃহস্থের কাছাকাছি কৃত্রিম প্রজনন সুবিধা সৃষ্টি করতে না পারায়ও এখনো উন্নতমানের ও জাতের কৃত্রিম প্রজননের হার ২৫%-এর বেশী নয়। ফলে এ অঞ্চলে উন্নতজাতের ও মানের গবাদিপশুর সম্প্রসারণ ঘটছে না। এতে করে এ অঞ্চলের মানুষের পুষ্টির চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দুধ ও মাংসের যোগানেও ব্যাপক ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আসছে না এ অঞ্চলের চাষী ও গৃহস্থদেরও।

পশুসম্পদ অধিদফতর ১৯৯৩ সাল থেকে বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলে গভীর হিমায়িত সীমেনের মাধ্যমে গাভীর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চালু করে। ঢাকার সাভারে কেন্দ্রীয় পশুসম্পদ উন্নয়ন খামারে লালিত বিদেশী উন্নত জাত ও মানের ষাঁড় থেকে সিমেন সংগ্রহ করে তা নাট্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে (-) ১৯৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড সংরক্ষণের মাধ্যমে বরিশাল ও পটুয়াখালী কেন্দ্রে প্রেরণ করা হচ্ছে। এসব কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন উপজেলা ও সীমিত কিছু ইউনিয়ন পর্যায়ের উপকেন্দ্র ও পয়েন্টে সরবরাহ করা হয়। মাঠপর্যায়ের এসব কেন্দ্র, উপকেন্দ্র ও পয়েন্ট থেকেই তা সাধারণ গৃহস্থের গাভীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বাচ্চা উৎপাদন করা হচ্ছে।

গত অর্থবছরে বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলায় ৫৮ হাজার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৮,৬৪৫টি গাভীর কৃত্রিম প্রজনন করা সম্ভব হয়। আর এ থেকে বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা ছিল প্রায় ২২ হাজার। চলতি অর্থবছরেও প্রায় ৬০ হাজার গাভীর কৃত্রিম প্রজননের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে পশুসম্পদ অধিদফতর। এ লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন বরিশাল কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক।

তবে সিডর বিধ্বস্ত দক্ষিণাঞ্চলের পশুসম্পদ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে কৃত্রিম প্রজননের কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে অতি দ্রুত দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিটি জেলায় একটি করে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন ছাড়াও প্রতিটি ইউনিয়নে কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট স্থাপনের কোন বিকল্প নেই বলে মনে করছেন পশুসম্পদ বিশেষজ্ঞরা। নচেৎ বিগত সিডর ও আইলার সময় শুধুমাত্র বরিশাল বিভাগে যে দেড় লক্ষাধিক গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটেছিল সে ক্ষতি থেকে এ অঞ্চলের কৃষক ও সাধারণ গৃহস্থদের উত্তরণের কোন পথ নেই। পাশাপাশি ভবিষ্যতের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে গভীর হিমায়িত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণেরও কোন বিকল্প নেই।

চা শিল্পে বাড়তি আয়ের হাতছানি

আবদুল মুকিত

দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমোহিত চা শিল্পাঞ্চল সিলেট যেন অন্য এক বাংলাদেশ। এ অঞ্চলের পাহাড়ের টিলায় টিলায় চা গাছের সবুজ গালিচা, কুলি-কামিনীদের দুই আঙ্গুলের নিবিড় পরশে তুলে আনা দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশের অর্থনীতির চাকাকে যেমন সচল রেখেছে, তেমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমোহিত করছে প্রতিনিয়ত পর্যটকদের। দেশের কৃষিনির্ভর অন্যান্য শিল্প (উদাহরণস্বরূপ পাট শিল্প) যেখানে ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে, সেখানে চা শিল্প অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রেখে চলেছে। জাতীয় উন্নয়নে ও অর্থনীতিকে গতিশীল করার স্বার্থে সিলেটের চা বাগানসমূহে প্রচুর সহায়ক শিল্প এবং চানির্ভর শিল্প গড়ে ওঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা যেমন রয়েছে, তেমনি ব্যাপক জনসংখ্যার বাড়তি কর্মসংস্থানও সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সার্বিক পরিকল্পনা ও উদ্যোগের অভাবে কাঙ্খিত ফল আসছে না। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী এই শিল্পের নানামুখী সংকট উত্তরণের জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, অভিজ্ঞ চা উৎপাদক দ্বারা চা নীতিমালা প্রণয়ন এবং এ শিল্পের পরিচালনায় অভিজ্ঞদের নিয়ে আসা হলে দেশের চা বাগানগুলোতে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি বিদেশি বাজারও ধরে রাখা সম্ভব হবে। এছাড়া সিলেটের চা শিল্পকে কেন্দ্র করে বাড়তি নানা ধরনের আয়েরও অমিত সম্ভবনা রয়েছে। সঠিক উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে যা থেকে বছরে কোটি কোটি টাকা আয় সম্ভব।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ধারাবাহিকতায় ১৮৫৪ সালে সিলেটে মালনিছড়া চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটিই বাংলাদেশের প্রথম চা বাগান, যা ১৮৫৭ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে চা উৎপাদন করে আসছে। ১৮৫৪ সালে মালনিছড়া চা বাগান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে চা আবাদের গোড়াপত্তন হয়। ১৮৮০ সালে শ্রীমঙ্গলের বালিশিরা উপত্যকায় চা আবাদ শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে এর আবাদ বৃহত্তর সিলেটে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে মোট ১৬১টি চা বাগানের মধ্যে সিলেটে রয়েছে ১৩১টি চা বাগান। এর মধ্যে সিলেটে ১৮টি, হবিগঞ্জে ২২টি ও মৌলভীবাজারে ৯১টি।

বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল চা উৎপাদন করে সিলেট অঞ্চল জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। শুধু সিলেটে বছরে উৎপাদিত চায়ের গড় মূল্য প্রায় ৩শ' ২২ কোটি টাকা। বাংলাদেশের ১৬১টি চা বাগানের মোট আয়তন প্রায় ১ লাখ ১৩ হাজার ৩শ' ৪৯ হেক্টর। এর মধ্যে সিলেটের ১৩১টি চা বাগানের মোট আয়তন ৯৮ হাজার ৭শ' ৯৭ হেক্টর। দেশের ১৬১টি চা বাগানে বর্তমানে ৫১ হাজার ৮শ' ৭৩ হেক্টর জমিতে চা আবাদ করা হচ্ছে। এর মধ্যে সিলেট বিভাগেই রয়েছে ৪৭ হাজার ৯শ' ৯৭ হেক্টর। বাংলাদেশে গড়ে ৫৬ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন করে থাকে। ৫৬ মিলিয়ন কেজি চায়ের সিংহভাগ অর্থাৎ ৫৩ দশমিক ৬৩ মিলিয়ন কেজি চা-ই উৎপাদন হয় সিলেটে।

বাংলাদেশের হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ১২০৭ কেজি অথচ সিলেটে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ১১৭০ কেজি। দেশের চা শিল্পের প্রায় ২ লাখ ৬৪ হাজার জনবল স্থায়ীভাবে কর্মরত। অপরদিকে সিলেটে কর্মরত আছে প্রায় ১ লাখ ৩ হাজার। দেশের চা শিল্পের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল প্রায় ১০ লাখ মানুষের মধ্যে প্রায় ৯ লাখই সিলেটের চা শিল্প, চা সহায়ক শিল্প এবং ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

১৯৭০ সালে সিলেটে চা আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ৩৯ হাজার ৭শ' ৬ হেক্টর। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭ হাজার ৭শ' ৫৭ হেক্টরে। একইভাবে ১৯৭০ সালে যেখানে সিলেটে বছরে চা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩০ মিলিয়ন কেজি, সেখানে বর্তমানে তা বেড়ে উৎপাদন হচ্ছে ৬০ মিলিয়ন কেজিরও বেশী। বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) সূত্র জানায়, ২০০৮ সালে চা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৮ দশমিক ৬৫ মিলিয়ন কেজি। অথচ গত বছর অর্থাৎ ২০০৯ সালে তা বেড়ে ৬০ মিলিয়ন কেজিতে দাঁড়িয়েছে। সিলেট বিভাগে চা শিল্পের উন্নয়নের এই ধারা নিঃসন্দেহে ঊর্ধ্বমুখী।

চা বাগানগুলো মূলত পল্লী বিদ্যুতের মাধ্যমে বিদুৎ পেয়ে থাকে। জানা যায়, সিলেটের বিভিন্ন চা বাগানের ৬০টি কারখানা রয়েছে। দেশের ১৬১টি চা বাগানের মধ্যে মাত্র ২৯টি বাগানের নিজস্ব গ্যাসচালিত বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের ওপর নির্ভরশীল ১৩১টি বাগান। দেশের মোট উৎপাদিত চায়ের ৮৮ শতাংশ চা উৎপাদনকারী সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের ১১৫টি বাগান বিদ্যুৎ সমস্যায় জর্জরিত। এসব বাগানের মোট চাহিদা দৈনিক প্রায় ১৫ মেগাওয়াট। কিন্তু জাতীয় গ্রীড থেকে সরবরাহ করা হয় খুব অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ। ফিনলে ও ডানকানের বাগান ছাড়া অধিকাংশ বাগানেই নিজস্ব বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে এবং চায়ের রঙ, গুণগত মান নষ্ট হয়। বাজারে চায়ের দাম কমে যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ভাল চা-এর জন্য বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। রাতে টানা বৃষ্টিপাত এবং দিনে সূর্যের আলো চা বাগানের জন্য সুষম আবহাওয়া। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত চা বাগানের জন্য যেমন ক্ষতিকারক তেমনি টানা খরাও ক্ষতির কারণ।

শীতকালে বয়স্ক চা গাছ কলম করা হয়। বসন্তে এগুলোতে কচি কিশলয় দেখা দেয়। টানা খরায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় নতুনভাবে সৃজিত চা সেকশনগুলো। বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কম থাকায় এবং মাটি শুকিয়ে টপ সয়েল থেকে পানির পরিমাণ দ্রুত নিচে নেমে যায়। ফলে এগুলোকে রক্ষা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তার মতে, সিলেট বিভাগের অধিকাংশ চা বাগানে ছড়া ও ঝর্ণা আছে। যেখানে সারা বছর পানি থাকে। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে পানি সেচের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এই পানি বাগানগুলোর তেমন কোন উপকারে লাগে না। কৃত্রিম উপায়ে পানি সেচের ব্যবস্থা থাকলে মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে উৎপাদন শুরু করা সম্ভব হতো। কৃত্রিম সেচের জন্য যে ধরনের যন্ত্রপাতি এবং উপকরণের প্রয়োজন হয় তার জন্য মোটা অংকের অর্থ যোগান দেয়া বাগানের পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রকৃতির বিরূপ আচরণের ফলে টানা খরা কিংবা টানা বৃষ্টিপাতে সিলেট বিভাগের চা বাগানগুলোর উৎপাদন বা গুণগত মান ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সিলেটের চা বাগান থেকে চা ছাড়াও রাবার ও অন্যান্য অর্থকরী ফসল এমনকি ধানও উৎপাদিত হয়। সিলেটে রাবার চাষও ইতোমধ্যে লাভজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। চা বাগানগুলোর পরিপক্ক শেডট্রি সরিয়ে নতুন শেডট্রি স্থাপন প্রক্রিয়াও লাভজনক বলে বিবেচিত। চা বাগান পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। এজন্য দেশি-বিদেশি পর্যটকরা ছুটে আসেন চা বাগান দেখতে। চা বাগানের মনোমুগ্ধকর এবং নয়ন ভোলানো নৈসর্গিক অপরূপ সৌন্দর্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করে সহজেই। তাই সিলেটের চা বাগানগুলোর ভেতর বিশেষ কিছু জায়গা চা উৎপাদনের সামান্য ক্ষতি না করেও পর্যটকদের মনোলোভা করে গড়ে তোলা সম্ভব। এটিও হতে পারে বাড়তি আয়ের একটি পথ। অনেক চা বাগানে রয়েছে লেক। সেসব কেবল সেচ ও মৎস্য চাষের কাজে ব্যবহার না করে পর্যটকদের বিনোদনেও ব্যবহার করা যেতে পারে। গড়ে তোলা যেতে পারে পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে। চায়ের সহায়ক শিল্প হিসেবে মাধবপুর চা বাগানের বিশাল কৃত্রিম লেক, ভাড়াউড়া চা বাগানের লেক এবং বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের নিয়ন্ত্রণাধীন বিলাসছড়া পরীক্ষণ চা খামার লেক এবং জাগছড়া চা বাগানের ঝর্না সামান্য কিছু আকর্ষণীয় আয়োজনে পর্যটন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে, যা বাড়তি আয়ের খুব ভাল উৎস হতে পারে।

এটর্নি সার্ভিস প্রবর্তন করুন

সচিব সভায় আদালত অবমাননা আইন যুগোপযোগী করার দাবী

স্টাফ রিপোর্টার

সরকারের সচিবরা আদালত অবমাননা আইন যুগোপযোগী ও এটর্নি সার্ভিস প্রবর্তনের দাবী তুলেছেন। গতকাল (সোমবার) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সচিব সভায় সচিবরা এ দাবী তুলে ধরেন। সচিব সভায় বলা হয়, বর্তমান আদালত অবমাননা আইনটি যুগোপযোগী নয়। এটি যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। তারা আদালতে সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দ্রুত এটর্নি সার্ভিস প্রবর্তনের যৌক্তিকতাও তুলে ধরেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব এমএ আজিজের সভাপতিত্বে সচিব সভায় ৪৭ জন সচিব উপস্থিত ছিলেন। ২১ জন সচিব আলোচনায় অংশ নেন। এরা হচ্ছেন সংস্থাপন সচিব ইকবাল মাহমুদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোল্লা ওয়াহিদুজ্জামান, অর্থ সচিব ডঃ মোহাম্মদ তারেক, শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সচিব শেখ আলতাফ আলী, স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুস সোবহান সিকদার, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব সুনিল কান্তি বোস, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব আবুল কালাম আজাদ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব মাহবুব-উর-রহমান, যুব ও ক্রীড়া সচিব মাহবুব আহমেদ, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা সচিব আবু আলম শহীদ খান, তথ্য সচিব ডঃ আবু নাসের কামাল চৌধুরী ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল মান্নান হাওলাদার।

সভা শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব আবদুল আজিজ সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি'র) বাস্তবায়ন হয়েছে ২৯ শতাংশ। এর আগে এ বাস্তবায়ন হার ছিল ২৩ শতাংশ। মাত্র ৫ শতাংশ বৃদ্ধি কোনো আত্মপ্রসাদ নয়। জুন মাসের মধ্যে এডিপি'র বাস্তবায়ন হার ৯৫ শতাংশ বাস্তবায়নের জন্য সচিবদের অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আদালত অবমাননা সংক্রান্ত আইন আরো যুগোপযোগী করার জন্য আইন মন্ত্রণালয়কে কাজ করতে বলা হয়েছে। কারণ, আদালত অবমাননার বর্তমান আইনটি যুগোপযোগী নয়। এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের সময়কালে ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় ৩৪১টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে ২৫৯টি। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৭৫.৫%। অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগসহ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে শতভাগ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৩৯টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৩৪টি বাস্তবায়ন হয়েছে। সবচেয়ে কম বাস্তবায়ন হয়েছে বিজ্ঞান এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে। এই মন্ত্রণালয়ের ১৮টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১১টি বাস্তবায়ন হয়েছে।

আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা খুব গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে আবদুল আজিজ জানান, অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ ছাড়া অনেক মন্ত্রণালয় অনেক সুপারিশ করেছে, যা খুব খারাপ। কোন মন্ত্রণালয় যদি মনে করে জনবল সংকটের কারণে কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, তবে সেই মন্ত্রণালয় এডহক ভিত্তিতে লোক দিতে পারে। এ ব্যাপারে আইনি কোনো বাধা নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন-২০২১-এর বাস্তবায়নে সচিবদের আরো দায়িত্ব পালনের জন্য বলা হয়েছে সচিব সভায়। একই সাথে টিসিবিকে জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সভায় দুর্গম এলাকায় সচিবদের পরিদর্শন করে প্রতিবেদন জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমি কয়েকটি জেলা পরিদর্শন করেছি। পরিদর্শনের পর প্রতিবেদন লিখেছি। যার কপি সচিবদের দেয়া হয়েছে। এছাড়াও সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) সচিবদের তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের
শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার
সরকারী অংশ ব্যাংকে প্রেরণ
তথ্য বিবরণী

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেল'২০০৯ অনুযায়ী জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়াসহ ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসের বেতন-ভাতার সরকারী অংশ বাবদ ১২টি চেক অনুদান বণ্টনকারী অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় এবং

জনতা ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়ে ৮ ফেব্রুয়ারি হস্তান্তর করা হয়েছে। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যাংক হতে শিক্ষক-কর্মচারীগণ তাদের স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্ট নম্বরের মাধ্যমে বেতন-ভাতার সরকারী অংশ উত্তোলন করতে পারবেন। যেসব শিক্ষক-কর্মচারী ২০০৯ সালের ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহার উৎসব ভাতাসহ জুন হতে ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত বেতন ভাতার সরকারী অংশ উত্তোলন করতে পারেননি তারাও এই সময়ের মধ্যে তা উত্তোলন করতে পারবেন।

বকেয়াসহ ৫ দফা দাবী
টঙ্গীতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ৫ ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ

টঙ্গী ও গাজীপুর সদর উপজেলা সংবাদদাতা : টঙ্গীবাজার সেনাকল্যাণ কমার্শিয়াল কমপ্লেক্সে অবস্থিত জায়েন্ট এন্ড সিক্স এইচ গার্মেন্টেসের শ্রমিকরা গতকাল (সোমবার) বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক প্রায় ৫ ঘন্টা অবরোধ করে রাখে। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটে আটকা পড়ে শত শত যাত্রী চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। মালিকের সন্ধান না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বকেয়া বেতনসহ যাবতীয় সার্ভিস বেনিফিটের দাবিতে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় কারখানার ৬ শতাধিক শ্রমিক গতকাল সকাল পৌনে ৯টায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শণ করে। বেলা পৌনে ২টায় গাজীপুর থেকে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়। পুলিশ এসময় অবরোধ ভেঙ্গে দিতে মারমুখো অবস্থান গ্রহণ করলে শ্রমিকরা রাস্তা ছেড়ে কারখানায় প্রবেশ করে। পরে পৌনে ২টা থেকে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। গার্মেন্টস শ্রমিকরা জানায়, কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রতিমাসে নির্ধারিত ১০ তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধ না করে প্রতিবারই কালক্ষেপণ করে থাকে। ইতিমধ্যে ফ্লোর ভাড়া প্রায় ৬০লাখ টাকা বকেয়া পড়ায় সেনাকল্যাণ কর্তৃপক্ষ গত ১৪ জানুয়ারী কারখানার বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরপর থেকে উৎপাদন বন্ধ রেখে কারখানা খোলা রাখা হলেও মালিক পক্ষের লোকজন কারখানায় আসছেন না। ফলে শ্রমিকরা মালিককে খুঁজে পেতে ঢাকায় বিজিএমইএ কার্যালয়ে যোগাযোগ করে। বিজিএমইএ কার্যালয়ে শ্রমিকরা জানতে পারেন তাদের কারখানার মালিক খোদ বিজিএমইএ'র সহ-সভাপতি ফারুক হাসান। এরপর কারখানার শ্রমিকরা গুলশান ২ নম্বরে গিয়ে বকেয়া বেতনের দাবিতে গত মাসে ফারুক হাসানের বাড়ি ঘেরাও করে। এসময় ফারুক হাসান মালিকানার বিষয়টি অস্বীকার করে শ্রমিকদের জানান, তিনি কারখানাটি জনৈক নওশাদ সাঈদ ও হাসান সাঈদের কাছে ইতিপূর্বে বিক্রি করে দিয়েছেন। পরে শ্রমিকরা নওশাদ সাঈদ ও হাসান সাঈদ সহোদরের সাথে যোগাযোগ করলে তারাও মালিকানার বিষয়টি অস্বীকার করেন। এ অবস্থায় হতাশাগ্রস্ত ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বকেয়া বেতনসহ যাবতীয় সার্ভিস বেনিফিটের দাবিতে আন্দোলনে নামে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় কারখানার ৬ শতাধিক শ্রমিক

গতকাল সকাল পৌনে ৯টায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বেলা পৌনে ২টায় গাজীপুর থেকে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়। পুলিশ এসময় অবরোধ ভেঙ্গে দিতে মারমুখো অবস্থান গ্রহণ করলে শ্রমিকরা রাস্তা ছেড়ে কারখানায় প্রবেশ করে। পরে পৌনে ২টা থেকে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল শুরু হয়।